সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

সচেতনতা এবং পূর্ব প্রস্তুতিই পারে প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট দুর্যোগে ক্ষয়ক্ষতি কমাতে

রামুর খুনিয়াপালং ইউনিয়নে দুর্যোগ মোকাবেলায় মহড়া অনুষ্ঠিত

কক্সবাজার ২২ জুলাই, ২০২২

কোস্ট ফাউন্ডেশন দীর্ঘদিন যাবৎ কক্সবাজার জেলাসহ বাংলাদেশের উপকূলীয় জেলায় আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে কাজ করে আসছে। ২৫ শে আগস্ট ২০১৭ খ্রি. হতে বলপূর্বক বাস্তুচ্যুত মিয়ানমার নাগরিকদের বাংলাদেশে আগমনের পর থেকে মানবিক সেবামূলক কাজে নিয়োজিত রয়েছে। কক্সবাজার জেলায় প্রতিবছর নানাবিধ দুর্যোগ আঘাত হানে যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ঘূর্ণিঝড়, পাহাড় ধ্বস, জলোচ্ছ্বাস, অতিবৃষ্টির কারণে সৃষ্ট বন্যা, আগুন লাগা ইত্যাদি। এসব দুর্যোগে জীবন ও জীবীকায় নানাবিধ প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। দুর্যোগপ্রবণ এলাকা হওয়া সত্ত্বেও এসব দুর্যোগ মোকাবেলায় স্থানীয় মানুয়ের প্রস্তুতি ও সচেতনতার ঘাটতি এখনো লক্ষ্যণীয়। তারই ধারাবাহিকতায় কোস্ট ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে এবং টিয়ারফান্ডের অর্থায়নে রামু উপজেলাধীন খুনিয়াপালং ইউনিয়নে, ইসলামী ব্যাংক আবাসিক উচ্চ বিদ্যালয়ের মাঠ প্রাঙ্গনে ``Emergency Assistance to support COVID-19 response in Cox'sbazar camps & host communities part-2" প্রকল্পে দুর্যোগের ঝুঁকি প্রশমন বিষয়ক মহড়া অনুষ্ঠিত হয় ।

উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কক্সবাজার জেলার সম্মানিত জেলা প্রশাসক জনাব মোঃ মামুনুর রশিদ। প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি বলেন "প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রশমনে সিপিপির ভূমিকা ঐতিহাসিক। এখানকার স্বেচ্ছাসেবীরা যে কোনো দুর্যোগে এগিয়ে আসে। স্বেচ্ছাসেবীদের এই মাইকিং এবং প্রদর্শনী যেকোনো আনুষ্ঠানিক শিক্ষার চেয়ে ফলপ্রসূ। তিনি বলেন, সচেতনতা এবং পূর্ব প্রস্তুতিই পারে প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট দুর্যোগে ক্ষয়ক্ষতি কমাতে।" পাশাপাশি তিনি কোস্ট এবং টিয়ারফান্ডকে এ ধরনের কার্যক্রম আয়োজন করার জন্য ধন্যবাদ জানান।

টিয়ারফান্ড কাউন্ট্রি ডিরেকটর বাংলাদেশ সরকারকে ধন্যবাদ দেন এবং বলেন যে, বাংলাদেশ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় অভাবনীয় উন্নতি করছে। এছাড়াও তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন, এই মহড়ার মাধ্যমে স্থানীয় জনগন দুর্যোগ পূর্ববর্তী করনীয় সম্পর্কে জানবে। মহড়ার এইধারা উপকূলীয় অঞ্চলে চলমান রাখার আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

স্বাগত বক্তব্যে কোস্ট ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক জনাব রেজাউল করিম চৌধুরী বলেন, "আইনগতভাবে যে কোনো এনজিও'র স্থানীয় অভিভাবক জেলা প্রশাসক। তিনি জেলা প্রশাসককে রোহিঙ্গা ক্যাম্পে প্লাস্টিক বন্ধের উদ্দ্যোগ নিতে আহবান জানান। এছাছড়াও কক্সবাজার এলাকায় ভূগর্ভস্থ পানি ব্যবস্থপনার জন্য অনুরোধ করেন। তিনি বলেন রোহিঙ্গা আগমনের পরে কোস্ট প্রথম শুকনো খাবার ও পরে রান্না করা খাবার সরবরহ করে বলে জানান। তিনি টিয়ারফান্ডকে ধন্যবাদ জনান কারন টিয়ারফান্ডই রোহিঙ্গা রেসপন্সে কোস্টের প্রথম সহযোগী হিসেবে ছিলো এবং কক্সবাজারের স্থানীয় মানুষের উন্নয়নে টিয়ারফান্ড প্রতিনিয়ত সহযোগিতা করছে। সিপিপিকে নিয়ে বলতে গিয়ে তিনি বলেন-" সিপিপি হলো বাংলাদেশ সরকার ও জনগনের বন্ধু। সিপিপির কর্মতৎপরতার কারনেই দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতির পরিমান একক সংখ্যায় নেমে এসেছে"।

খুনিয়া পালং ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আব্দুল হক কোম্পানী বলেন, দুর্যোগ প্রশমনে কোস্টের এ ধরনের কার্যক্রমের প্রশংসনীয়। তিনি তার ইউনিয়নে আর্থিক বরাদ্দ বারানোর জন্য জেলা প্রশাসক মহদয়কে অনুরোধ করেণ। উদ্বোধনী বক্তব্যে কোস্ট ফাউন্ডেশনের উপ-নির্বাহী পরিচালক সনদ কুমার ভৌমিক সকলকে ধন্যবাদ ও স্বাগত জানান। তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন যে, এই কর্মসূচির মাধ্যমে স্থানীয় মানুষ দুর্যোগের সময় নিজেদের জীবন ও সম্পদ কি ভাবে রক্ষা করতে পারবে। তিনি সকরকে এই মহড়ার শিক্ষা বাস্তব জীবনে কাজে লাগানোর জন্য উৎসাহিত করেন।

উল্লেখ্য যে, রামু উপজেলা প্রশাসনের নির্দেশনায় ও ''ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচী " কক্সবাজারের পরিবেশনায় দুর্যোগ প্রশমন (ঘূর্ণিঝড়, পাহাড় ধ্বস, জলোচ্ছ্বাস, অতিবৃষ্টির কারণে সৃষ্ট বন্যার সময় করনীয়, শুকনো খাবার রাখার নিয়ম, শিশুদের সাঁতার কাটা শিখানো, বন্যার সময় চুলা বানানো, পানি বিশুদ্ধ রাখার পদ্ধতি, পাহাড়ি এলাকায় ড্রেনেজ এর নিয়ম, আগুন লাগার ক্ষেত্রে করনীয় কি ইত্যাদি) বিষয়ে মহড়া অনুষ্ঠিত হয়।

এই অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন, সিপিপির উপ পরিচালক রুহুল আমিন, ফায়ার সার্ভিস স্টেশন মাস্টার সুনীল বড়ুয়া, সুজন সভাপতি নুর মোহাম্মদ সিকদার। টিয়ারফান্ডের পক্ষে রেসপন্স ম্যানেজার জেমস রানা, আলবার্ট সুদীপ্ত এবং জুয়েল বৈরাগি। কোস্ট ফাউন্ডেশনের জাহাঙ্গীর আলম, আলী আব্বাস, মোঃ শাহিনুর ইসলাম, মো. ইউনুস, জসিম উদ্দিস মোল্লা, তাহরিমা আফরোজ টুম্পা, মিজানরি রহমান বাহাদুর, জিয়াউল করিম ঝন্টুসহ কোস্ট ফাউন্ডেশনের অন্যান্য কর্মীগণ।

বার্তা প্রেরকঃ মোঃ ইউনুচ, মোবাইলঃ ০১৭১৩৩২৮৮১২